গ্রাম ভাতেঘরি

গোপাল মাজি

হাওড়া জেলার পশ্চিমপ্রান্তে দামোদরের গা ঘেঁষা গ্রাম ভাতেঘরী। পঞ্চাশ বছর আগে ভাতেঘরী গ্রামের চিত্রটা ছিল এই রকম ঃ সাতঘর বাসিন্দা নিয়ে নয়শো বিঘা জমির উপর ভাতেঘরী গ্রামের পত্তন, বাস্তু পুকুর ডাঙ্গা ডোবা রাস্তায় আনুমানিক তিনশত বিঘা জমি গেলেও ছয়শো বিঘা আবাদি জমির এক ফালি চাষ হত। বৃষ্টির জলে গ্রামের মুষ্টিমেয় বড় জমির মালিকেরা সাধারণতঃ ক্ষেতমজুরদের মজুরি নির্দ্ধারণ করত। দু এক বছর অন্তর অন্তর বন্যা হত , তাই গ্রামে অভাব লেগেই থাকত। বন্যায় যাদের বেশি ফসল নষ্ট হত তাদের চাইতে অল্প জমির মালিক , ভাগচাষী , ক্ষেতমজুরেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত, কারণ আগের বছরের উৎবৃত্ত ধান বেশি জমির মালিকেরা বন্যার বছরেবেশি দামে বিত্রি করে তাদের লোকসান পুষিয়ে নিত তাই বন্যার ক্ষতি তাদের গায়ে লাগত না, তার উপর এরা উপরী যেটা পেত তা হল ধান বাড়ী দিয়ে ডবল ধান আদায় করত । ছোট জমির মালিকের জমি বন্ধক পড়ত, ক্ষেতমজুররা আগামী বছরের জন্য গতর বাধা রাখত অথাৎ কম মজুরিতে খাটতে বাধ্য হত, এই ছিল সেদিনের চিত্র। দেশ স্বাধীন হওয়ায় কৃষিতে কিছুটা পরিবর্ত্তন হল, সেচের জন্য পাম্পসেট এল, পুকুর ডোবা থেকে সেচ দিয়ে চাষের কাজ চালাবার চেষ্টা হল, চাষ কিছুটা বাড়ল, কিন্তু ক্ষেতমজুরের মজুরি এক জায়গায় থেকে গেল। উনিষশো সাতষট্টি থেকে সাতাত্তর সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় লাগাতার কৃষক আন্দোলনের ফলে ক্ষেতমজুরদের মজুরি কিছুটা বাড়ল তার উপর গ্রামে গভীর নলকূপের জন্য তিন শত বিঘা জমি সেচের আওতায় এল। তাই ক্ষেতমজুরের কাজ অনেক বেড়ে গেল,সেচের কারণে অনেক নতুন অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হতে লাগল। বড় জমির মালিকেরা তাদের সব জমি এখন আর নিজেদের হেপাজতে চাষ করে না, জমির বেশির ভাগ অংশ মরশুমি লিজ দেয় ফসলে অথবা নগদে অনেক ক্ষেতমজুর সেই জমি লিজ নিয়ে চাষ করে এবং চিমত ফসল অথবা নগদে জমির ভাড়া দেয়। আগে যেখানে খাঁসারী কলাই, তিল প্রভৃতি অনেক ফসল হত সে চাষ এখন বন্ধহয়ে গেছে তার পরিবর্তে এখন ধান, আলু, সরিষা,তিল, প্রভৃতি অর্থকরী ফসল চাষ হয়। হিসাব করে দেখা যায়, জমির ভাড়া সার, বীজ, কীটনাশক,সেচের দাম, ট্রাক্টরের ভাড়া মিটিয়ে চাষির পরিশ্রমের টাকাটাই হাতে থাকে তবু ক্ষেত মজুর নিজেকে স্বাধীন কৃষক ভাবে। আর গ্রামের ধনী চাষীরা, পাওয়ার টিলার পাম্প সেট, ধানঝাড়া মেশিন, স্প্রে মেশিন ভাড়া খাটিয়ে আগের মত অবস্থাতেই আছে। এই হল বর্ত্তমান চিত্র।

ভাতেঘরী গ্রাম ছয়শো বিঘা আবাদী জমির তিনভাগের একভাগ চোদ্দ পনের ঘর ধনী চাষীর হাতে ছিল। আর জমি গরিব চাষী, মাঝারী চাষী, কিছু ভাগ চাষী চাষ করত। এ গ্রামে সবাই চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে ভাগচাষীর জমি হাত বদল হয়ে বিত্রি হয়ে গেছে, কেউ কেউ মাঝারি অথবা গরিব চাষীতে পরিনত হয়েছে। গ্রামের ধান চাষীরা আর সেই অবস্থায় নেই, তাদের কেউ কেউ জমি বিত্রী করে কাজ কারবার করছে, কারও জমি ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়েছে, কিছু লোক বাড়তি জমি মরশুমি চাষে ভাড়া খাটাচ্ছে। তাদের ছেলেরা চাকুরি অথবা বিভিন্ন রকম কাজ কারবারে লেগে পড়েছে। বর্ত্তমানে ক্ষেতমজুর চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা মজুরী পায়, কিন্তুমূল্য বৃদ্ধির দন ক্ষেতমজুর অথবা গরিব চাষী যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে।

তখন গ্রামে গরিব মানুষেরাই রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখত, আর অবস্থাপন্নরা গ্রামের বারমাসে তের পার্বণে বারোয়

ারী পূজা পার্বণে ব্যস্ত থাকত। বর্ত্তমানে অবস্থাপন্ন লোকেরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, অন্যরা নির্বিকার, অবস্থাপন্নরা চাকুরি, মোটা ব্যঙ্ক লোন, ট্রাক্টর, পাম্পসেট, প্রভৃতি রাজনীতির ঘোলা জলে খোঁজ করে। পায় খুব অল্প লোক কিন্তু আশায় থাকে সবাই। এই পরিস্থিতিতে গ্রামের রাজনৈতিক মঞ্চটা বেশ সাজান গোছান দেখায় এমন ভাবখানা যেন তারা দেশের জন্যে কিছু করছে। যারা ঘোলা জলে গুছিয়ে নিতে পেরেছে তারা যে খুব খুশী নয় তার কারণ আরও চাই তাদের মৌলিক সমস্যা সমাধানে এখনও সাঁটটি আছে- পরিবারের অন্যরা এখনও বেকার। তাই রাজনৈতিক মঞ্চটা এখনও জমজমাট। এখন ভাগচাষী 'একের চার অংশ ভাগ দিয়ে নিঃস্ব, ক্ষেতমজুর চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মজুরী পেয়েও জীবন ওষ্ঠাগত, এর মধ্যে সিনেমা, টিভি, ভিডিও বিনোদনের যেটুকু বন্দোবস্ত আছে মারদাঙ্গা বেলেল্লাপনা, এর মধ্যেই আমরা ভাল মন্দ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বিপথগামী মানুষদের জন্যে মূল স্রোতে ফিরে আসার আহ্বান আর বছর বছর নির্বাচন এখন গ্রাম গুলিকে মাতিয়ে রেখেছে, এর উপর আছে ক্রিকাপ পদক জয়, সুন্দরী প্রতিযোগিতা, মাদার ফাদারের প্রয়াণ এই মুলধন নিয়ে চলছে গ্রাম বাংলায় বিনাপুঁজির রাজনৈতিক ব্যবসা, কৃষিকাজে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলে গ্রামে ক্ষেতমজুরের কাজ কমেছে তাই গ্রামের ছেলেরা হিল্লি দিল্লিতে বিভিন্নকাজে চলে যাচ্ছে, এক কথায় গ্রামেশ্মশানের শান্তি বিরাজ করছে। মাঝে মাঝে প্রেত নৃত্যও হয় তা ভয়ে ভক্তিতে বেশ উপভোগের মত। কিন্তু কেউ কেউ এর কোপেও পড়ে হারাতে হয় অনেক কিছু। নীরব দর্শক হয়ে থাকাটা সবাই শ্রেয় মনে করে। এমন পরিস্থিতিতে গ্রামে আমরা বাস করি সুন্দর পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে যাবার অঙ্গীকার আজ অন্ধকারে কানরিয়ার আলো কি সে অন্ধকার দূর করতে পারবে, সৎ মানুষের কাজে কোন দিশা নেই, ভোরের সূর্যকে আহ্বান করার কোন মন্ত্র এখানে উচচারিত হয় না, তাই নিয়ন লাইটের আলোকেই সূর্য মনে হয়, অসিরচেয়ে মসি বেশি ধারাল, গ্রামে গঞ্জে অন্ধকার অপসারণের কাজ মসি দিয়েই শু হোকএই কামনাই করি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com